যুগান্তর

তারিখ ... 29 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ... ২ ...

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা অনুমোদন

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি মুখোমুখি

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস অনুমোদন ইস্যুতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) মুখোমুখি অবস্থান করছে। এ ধরনের চারটি শাখা অনুমোদন দেয়ার জন্য ৮ মাসের বেশি সময় ধরে ইউজিসির কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তাগিদ দিয়ে আসছেন। সর্বশেষ ১৫ নভেম্বর এক চিঠিতে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অনুমোদন না দিলে মন্ত্রণালয়কে আদালত অবমাননার দায়ে মামলার মুখে পড়ার হুমকি দেন। এরপরই এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন এ সংস্থার সঙ্গে খোদ মন্ত্রণালয়ের টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে। এ ধরনের চিঠি দেয়ায় শিক্ষামন্ত্রী ইউজিসির সংশ্লিষ্ট উপপরিচালককে সোমবার শোকজের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, বিশ্বের নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যানারে এদেশে একাধিক শাখা ক্যাম্পাস খোলার আবেদন পাওয়া গেছে। এ ক্ষেত্রে মূল কর্তৃপক্ষের কাউকে পাওয়া যায়নি। বিপরীত দিকে দেশী অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আগে সেসব ভালো করুক। এরপর প্রয়োজন হলে অন্যদের ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ২

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি মুখোমুখি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

(বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা) অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। এটাই সরকারি চিন্তাভাবনা।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস খোলার জন্য ইউজিসির কতিপয় অসাধু কর্মকর্তার অতি উৎসাহী হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে লাখ লাখ টাকার ঘুষবাণিজ্য ও বিদেশ সফর। যে কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়েকদফা আপাতত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা অনুমোদন না দেয়া'র সরকারি সিদ্ধান্ত জানায় ইউজিসিকে। এরপরও সংস্থাটি বারবার তাগিদ পাঠাচ্ছে মন্ত্রণালয়ে। শুধু তাই নয়, ইউজিসির একজন শীর্ষ কর্মকর্তা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস খোলায় সায় না দেয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হেলালউদ্দিনকে শাসিয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীও জানেন।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে হেলালউদ্দিন কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে তিনি বলেছেন, ইউজিসিকে যেহেতু একাধিকবার জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আপাতত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের অনুমোদন সরকার দেবে না। তাই ফের মামলার রেফারেন্স দেয়ার মাধ্যমে তাদের (ইউজিসি) চিঠি দেয়ার বিষয়টির সরকারের পলিসির বাইরে চলে গেছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে তারা এমন কাজ করতে পারে না।

মামলার ভয় দেখিয়ে চিঠি দেয়ায় ইউজিসি কর্মকর্তাকে শোকজের নির্দেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি সূত্র জানিয়েছে, সর্বশেষ ১৫ নভেম্বর ইউজিসির উপপরিচালক ড. দুর্গা রানী সরকার স্বাক্ষরিত একটি পত্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। তাতে বলা হয়, মোনাস কলেজ প্রাইভেট লিমিটেড অস্ট্রেলিয়ার স্টাডি সেন্টার স্থাপনের আবেদন যাচাই-বাছাই করে একটি প্রতিবেদন (১১ ফেব্রুয়ারি) ইউজিসি থেকে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে (২৭ মার্চ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইউজিসিকে জানিয়েছে, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার খোলার বিষয়টি স্থগিত রাখা সমীচীন হবে। ইউজিসির এ পত্রে একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের দেয়া নির্দেশনার রেফারেন্স দিয়ে বলা হয়, কোর্টের নির্দেশে ২০১৪ সালে দেশে শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার স্থাপন বা পরিচালনা বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। এ বিধিমালা অনুযায়ীই শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার স্থাপনের জন্য ফি জমা নিয়ে ১৫টি আবেদন কমিশন গ্রহণ করেছে। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কমিশনকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বারবার তাগিদ দিচ্ছে। এমতাবস্থায় যেসব আবেদন কমিশনে পাওয়া গেছে তাদের সবার ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উক্ত সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে কিনা, সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রয়োজন। যেহেতু উচ্চ আদালতের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিধি জারি হয়েছে, সেহেতু সবার ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উক্ত নির্দেশনা প্রয়োগ করা হলে আদালত অবমাননা হবে কিনা সে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল। জানা গেছে, এর আগেও ইউজিসির এ কর্মকর্তা একই প্রসঙ্গে একাধিক চিঠি দেন মন্ত্রণালয়ে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, উদ্যোক্তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতবছরের ২৮ সেপ্টেম্বর ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নানের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি টিম অস্ট্রেলিয়া শিক্ষাসফর করে। ওই সময় তারা অস্ট্রেলিয়ার মোনাস ইউনিভার্সিটি ও মোনাস কলেজ প্রাইভেট লিমিটেড পরিদর্শন করেন। শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টারের অনুমোদনের ব্যাপারে মন্ত্রণালয় থেকে বারবার 'না' বলার পরও ইউজিসি থেকে তাগিদ দেয়া হচ্ছে। ১৫ নভেম্বর ইউজিসির পাঠানো চিঠির জবাব সোমবার মন্ত্রণালয় দিয়েছে। তাতে পুনরায় বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা বা স্টাডি সেন্টারের অনুমোদন না দেয়ার ব্যাপারে সরকারি কৌশলের কথা পুনরায় ইউজিসিকে জানিয়ে দেয়া হয়।